টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

আধুনিক
ডিজাইনের
= বিয়ের =
কার্ড
পণ্ডিত-প্রেসে পাবেন।

৫৬শ বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ— ১৫ই বৈশাখ বুধবার, ১৩৭৭ ইং 29th April. 1970 { ৪৭শ সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...
দীপ্তি লণ্ঠন
ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ১২

রান্নায় আনন্দ
এই কেরোসিন কুকারটির অভিনব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন প্রীতি এনে দিয়েছে।
রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।
জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।
• ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
• স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
• যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা
কেরোসিন কুকার
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

দেশী ও বিলাতী বাচ্চা ও বড়
মুরগী বিক্রয় হয়
নিম্নে অনুসন্ধান করুন—
রতন রায়
রঘুনাথগঞ্জ তরকারী বাজারের সন্নিকটে

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের
মনের মত ভাল বই
সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।
STUDENTS' FAVOURITE
Phone—R.G.G. 44

আমরা প্রত্যেকেই রিটার্ণ টিকেট কেটে এই দুনিয়ায় এসেছি। মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে চলে যেতে হবে। অতএব কেঁদে কি হবে! অবশ্য কাঁদা ভাল, কাঁদলে মন হাল্কা হয়।

—দাদাঠাকুর

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৫ই বৈশাখ বুধবার সন ১৩৭৭ সাল।

১৩ই বৈশাখের তর্পণ

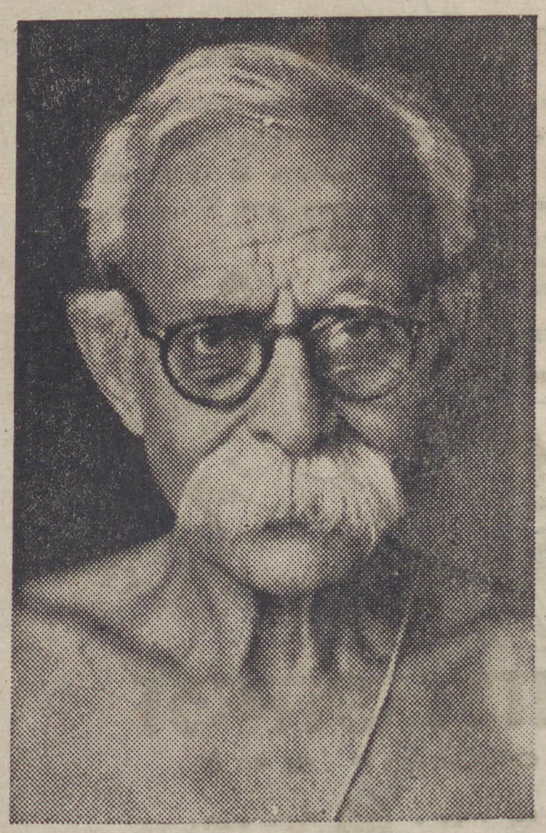

১৩ই বৈশাখের তর্পণ করিতেছি। ১৩৭৫ সালের এই দিনেই দাদাঠাকুর অমরধামে মহাপ্রস্থান করেন। সেদিনই ছিল তাঁহার জন্মদিন। একই তারিখে তাঁহার আগমন এবং পৃথিবীর পান্থশালা হইতে প্রত্যাবর্তন। মহাকালের অনন্ত গতিপথের এক পথিক কালসাগরের বুকে একটি বুদ্বুদের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিলেন। গ্রাম বাংলা তাঁহার মাধ্যমে একটি রূপরেখা লাভ করিয়াছিল।

কর্মই তাঁহার ব্রত, ফলের প্রয়াসী তিনি ছিলেন না। বস্তুতঃ এই মন্ত্রেই তাঁহার জীবনযাত্রা শুরু হয়। জীবনের কুটিল গতিপথ ও তাহার নানা বিড়ম্বনার অধ্যায় তাঁহাকে ঋজু রাখিতে পারিয়াছিল। আঘাত-সংঘাত দিয়াছিল তাঁহাকে বজ্রকঠিন চরিত্র আর অন্যদিকে গড়িয়াছিল তাঁহার কুসুম-কোমল প্রাণ। শুধু কথায় নয়, গানে নয়, লেখায় নয়; তাঁহার সকল কাজেই পাই একদিকে কঠোর দৃঢ়তা, অন্যদিকে কচি কিশলয়ের পেলবতা। যে দুঃখ পাইয়াছে, কষ্ট পাইয়াছে, অত্যাচার ভোগ করিয়াছে, সেখানে তিনি শিশুর মত অনুভূতিপ্রবণ; আর অন্যায়-অবিচারের ক্ষেত্রে তাঁহার সরব প্রতিবাদ তাঁহাকে অন্যরূপে চিত্রিত করিয়াছে। সেই ভয়ঙ্কর রুদ্রমূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইবার সাহস তথাকথিত অন্যায়কারীর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আজ নানাদিকে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার নানা কথা শুনা যায়। তাই আজ দেশে কত না রাজনৈতিক দল। আপন আপন রাজনীতির আদর্শ প্রতিষ্ঠায় তৎপরতার শেষ নাই। কিন্তু বহুপূর্বে যখন দেশে সাম্যবাদ সম্পর্কে গ্রামীণ মানুষ সম্পূর্ণ অচেতন, তখন দাদাঠাকুরের কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়াছিল জন-জাগরণের অমর বাণী—'বাঁশি বাজ রে বাজ, বাবুরা সব মোদের কাছে হার মানিবে আজ।' এই বাঁশিকে বলা যায় বিষের বাঁশি তাহাদের কাছে যাহারা স্বার্থান্বেষী, হৃদয়হীন শোষক। পুঁজিবাদি ধনকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনি বহু অতীতে যেভাবে সোচ্চার হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনে এক অমর অধ্যায় রচনা করিবে এইজন্য নিজেকে নানা-ভাবে বিপন্ন হইতে হইয়াছিল।

সমাজের নানা অসঙ্গতি ঘৃণধরা নীতি তাঁহাকে অত্যন্ত ব্যথিত করিত। হাস্যপরিহাস ছলেও তিনি যাহা বলিতেন, তাহাতে আমরা ইহা লক্ষ্য করিতাম। জাতিকে সুগঠিত হইবার জন্য কত কথাই না তিনি হাসির ছলে বলিয়াছেন।

নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ তাঁহার নিরলস কর্মের ফল। 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকাখানি ছিল তাঁহার অতি আদরের সামগ্রী। তাঁহার সরল জীবনযাত্রা এই পত্রিকার বহিরঙ্গে প্রতিফলিত। তাঁহার ব্যক্তি জীবনের সাদাসিধা, অতি অনাড়ম্বর চালচলন আজিকার যে কোন প্রতিষ্ঠাবান বাঙ্গালীর পক্ষে অনুকরণীয়। স্পষ্টবাদিতা, নির্ভীকতা, স্বাবলম্বিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, অন্যায়ের প্রতি সংগ্রামশীল মন আজিকার দিনে এক দুর্লভ বস্তু। প্রকৃতপক্ষে এইগুলিই জাতীয় চরিত্র গঠনে নিতান্ত অপরিহার্য। দাদাঠাকুর এই সব গুণের অধিকারী ছিলেন। সমাজ জীবনের এক মহা অন্ধতায় জাতির চরিত্রে এই সকল গুণ নিতান্তই প্রয়োজন।

১৩ই বৈশাখ আসিয়াছে, আসিবেও। দাদাঠাকুরের পূতচরিত্র আমাদের মধ্যে অনির্বাণ দীপ-শিখার কাজ করিবে। গ্রাম-বাংলার স্নেহ পুত্তলীর অমর আত্মার প্রতি আমরা ভক্তি বিনম্র প্রণাম জানাই।

আদর্শনিষ্ঠ খাঁটী বাঙালী
শ্রদ্ধেয় শরৎ পণ্ডিত মহাশয়

জন্ম—১৩ই বৈশাখ, ১২৮৮ বঙ্গাব্দ

মৃত্যু—১৩ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

(সু—মো—দে)

দাদাঠাকুরের বিয়োগ ব্যথায়
শোকে অভিভূত জাতি,
দাদাঠাকুর যে বাঙালী জাতির
যশ গৌরব ভাতি।
দাদাঠাকুরের ব্যঙ্গ রঙ্গ
ফণিমনসার রস প্রসঙ্গ,
কষাঘাত দ্বারা চিট্ করিয়াছে
বক ধার্ম্মিক খলে;
লাট বেলাটও পর্য্যুদস্ত
ত্রস্ত কথার ছলে।
বার্ণাডশ'র বাক্য চাতুরী
দাদাঠাকুরের কথার মাধুরী,
দুই মনীষীর কথা যেন তীর
কৃষ্টি সংস্কৃতি;
দাদাঠাকুরের জীবনাদর্শ
অকপট ন্যায় নীতি।
দাদাঠাকুরের জীবনাদর্শ
সমাজজীবনে চাই,
দাদাঠাকুরের জীবন কীর্ত্তি
শ্রদ্ধার সাথে গাই।

দাদাঠাকুরের অপ্রকাশিত রচনা

সদ্যবিধবা শাশুড়ীর প্রতি ভুক্তভোগী পুত্রবধূর উক্তি

ওগো শাশুড়ী আমার
পতি—পরম গুরুর জননী—
আমি এলাম যখন তোমার ঘরে,
নিলে আমায় বরণ করে।
ধুলো নিলাম চরণ ধরে—
হয়ে স্নেহের কাঙ্গালিনী।
আমি বস্‌লাম যখন ঘোমটা ঢেকে,
তুমি আত্মীয় পর সবকে ডেকে,
যা বল্‌লে মোর চেহারা দেখে,
আমি আজও তা ভুলিনি।
ওগো.....
আমার বাপ মায়ের কপাল মন্দ,
তোমার কোন জিনিষ হয়নি পছন্দ—
তখন হতে জুড়লে দ্বন্দ্ব
দিবস রজনী।
ব'সে ঘরের দর দালানে,
তুমি বিষ ঢালিতে শ্বশুরের কানে।
মধুর মধুর কথায় বধুর
ফাটাতে ধমনী।
ওগো.....
সবার শেষে অবহেলায়,
আমায় খেতে দিতে বিকেল বেলায়—
তরকারী আঙ্গুলের ঠেলায়
শুধিব সব র'বনা ঋণী।
যেখানেতে শ্বশুর ছিলেন,
আজকে আমার উনি।
ওগো .....

কুশাঙ্কুরের

কালি-কলম

১৩ই বৈশাখ জন্ম ও মৃত্যুর মিলন রাখীতে বাঁধা। পুর্বাচল আর অস্তাচল একাকার হইয়া গিয়াছে এই দিনটিতে। তাই এই দিন স্মরণীয়। দাদাঠাকুরের জন্মদিন। এই দিনেই তিনি মাটির বন্ধন ফেলিয়া আনন্দলোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। বিমল ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিদীপ্ত বাকচাতুর্য্য, এবং অপূর্ণ রস-রসিকতায় তিনি বিশিষ্ট এবং অনন্য। "বাংলা দেশের সারস্বত অর্ঘ্য থালে তিনি যে খাঁটি দেশী-নৈবেদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে হয়ত আধুনিকতার পালিশ নাই, কিন্তু তার ঝাঁঝালো স্বাদ সদ্য-আহরিত, নির্ভেজাল রসে পরম উপভোগ্য।" প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল তাঁহার প্রখর। নির্ঝরিণীর মত তাহা উৎসারিত হইত রসের ফোয়ারা বিস্তার করিয়া। 'ভুলে ভরা কলিকাতা' শীর্ষক গান তাঁহার সেই মননের রস নির্ঝর।

তিনি ছিলেন 'বিবেকবান স্পষ্টভাষী'। তাঁহার ছিল 'নির্লোভ সত্যনিষ্ঠা।' "যে দৃপ্ত দৃষ্টিতে কণামাত্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমস্ত চিত্রিত খড়-কুটার পুঞ্জীভূত উচ্চতার দিকে চায়, যে দুর্জ্জয় অধ্যাত্ম-শক্তিতে আমাদের সনাতন ব্রাহ্মণ্যতেজঃ শ্রেষ্ঠী ধনিকের অপরিমিত ধন সঞ্চয়ের দিকে অভিশাপের অসহ্য আগুন ছড়ায় কপর্দকহীন শরৎ পণ্ডিতও সেই অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিতে সমস্ত অভিজাত সমাজের অন্তর্-জীর্ণতার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন।" অন্যায়ের নিকটে তিনি কখন মস্তক নত করেন নাই। "খাঁটির সঙ্গে মেকীর যে আপোষহীন সংগ্রাম" তাহা তাঁহার জীবনে স্পষ্ট ভাবে অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। বর্ত্তমানের মেকী সভ্যতা এবং আধুনিকতার মুখোসপরা বুজরুকীকে তিনি বরদাস্ত করিতে পারেন নি। গণসেবার নাম লইয়া যে সমস্ত ছদ্মবেশী আপনার সার্থ সিদ্ধির জন্য সুযোগের ব্যূহ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তিনি তাঁহাদের ক্ষমা করেন নাই। তাহাদের প্রতি তিনি নিক্ষেপ করিয়াছেন ব্যঙ্গের শাণিত অস্ত্র। তাহাদের মুখোশ খুলিয়া দিতে তিনি কখন দ্বিধাগ্রস্ত এবং পশ্চাদপদ হন নাই।

আজ তাঁহার পুণ্য জন্মদিনে তাঁহার কথা বড় বেশী করিয়া মনে হইতেছে। আজ রাজনীতির আকাশে যখন ঝড়ের নিত্য উঠা-পড়া, সমাজ জীবনে যখন নানা ব্যভিচার, ব্যক্তিজীবনে যখন আচরণের অতিমাত্রিকতা ও উগ্রতা এবং যে যুগে 'মানুষ যখন নিজের কণ্ঠে কথা কয় না, দলের কণ্ঠে গ্রামোফোন বাজায়'—তখন তাহার প্রতিবাদে তাঁহার উদ্যত ক্ষুরধার লেখনীর প্রয়োজনীয়তার কথা কী মনে হয় না?

নির্লোভ ব্রাহ্মণ

অবনীকুমার রায়

সেই সুদূর অতীতে, বৈদিকযুগে যখন বর্ণবিভাগ হ'য়েছিল 'গুণকর্মবিভাগশঃ,' তখন নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণরা এমন কতগুলো গুণের অধিকারী ছিলেন, যেগুলো অন্যের মধ্যে দেখা যেতো না। আর সেই জন্যেই ব্রাহ্মণ ছিলেন বর্ণশ্রেষ্ঠ।

কলিযুগে, বর্তমান কালে গুণের সংজ্ঞা আলাদা। 'গুণকর্মবিভাগশঃ' একটা নতুন শ্রেণীবিভাগ ভারতের নবসমাজে দেখা গেলেও, যেগুণে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, তা অধুনালুপ্ত। বর্তমানের ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্যগুণের অধিকারী নন, ব্রাহ্মণ বংশের অধিকারী।

তাই 'দাদাঠাকুর'কে পরলোকগত শ্রদ্ধেয় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই 'কলির শেষ ব্রাহ্মণ' ব'লে অভিহিত করায় কেউ কেউ বিরূপ সমালোচনা ক'রলেও তাঁর এই উক্তিকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নেবার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে।

ব্রাহ্মণের অন্যতম গুণ বোধহয় লোভ পরিহার। সমাজে সকল লোভের উর্দ্ধে থেকে যিনি জনসেবা করেন তিনিই তো ব্রাহ্মণ। তাই ছিলেন আমাদের নির্লোভ দাদাঠাকুর।

লোভ কতবার কতরূপে তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। কিন্তু নিজের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট তিনি হন নি কোন দিন। বিলাস তাঁকে কোনদিন প্রলুব্ধ ক'রতে পারে নি। তাই তাঁকে দেখেছি আমরণ নগ্নপদ-উত্তরীয় সম্বল। দেখেছি ভারতীয় আদর্শে, 'সরল জীবনখানি করিতে যাপন'।

তাই 'বিদুষকের' কবি শরৎচন্দ্র পণ্ডিত যখন চাইবা মাত্র কোলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে আশাতীত অর্থ সাহায্য পেতে পারতেন, যখন লালগোলার মহারাজা তাঁকে বিশ বাইশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত, তখন তা সব উপেক্ষা ক'রে তাঁকে দেখেছি গ্রীষ্মের খর রৌদ্রে নগ্নপদে কোলকাতার ফুটপাতে ঘুরে ঘুরে 'বিদুষক' বিক্রি ক'রতে!

শুনেছি,—একবার জনৈক ভদ্রলোক ভুলক্রমে পণ্ডিত প্রেসে সাত হাজার টাকার একটা বাণ্ডিল ফেলে গিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষ আমরা হয় তো লোভ সংবরণ ক'রতে পারতাম না। হয় তো তা আত্মসাৎ ক'রে নিজের ভাগ্য পরীক্ষায় লেগে যেতাম। কিন্তু নির্লোভ এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ সেই ভদ্রলোকের খোঁজ ক'রে তাঁকে সেই সাত হাজার টাকার বাণ্ডিল ফেরত দিয়েছিলেন।

দেখেছি,—'বিদূষকের' কবি বাংলা সমাজের যতো 'বেটা বেচা··· ···· দের' কশাঘাত ক'রেছেন ছেলের বিয়েতে পণ নেওয়া মহাপাপের জন্য। এবং নিজের জীবনে অতি দারিদ্র্যের মধ্যেও সেই আদর্শকে রক্ষা ক'রে চলেছেন সেই নির্লোভ ব্রাহ্মণ আমাদের দাদাঠাকুর।

তাই, 'জঙ্গিপুর সংবাদে' এই সংখ্যার মাধ্যমে তাঁর স্বর্গতঃ আত্মার প্রতি আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।

দাদাঠাকুর স্মরণে

(কলিকাতার বিশিষ্ট নাগরিকের পত্র)

আজ ১৩ই বৈশাখ, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ও আরাধ্য দাদাঠাকুরকে আজ বার বার মনে পড়ছে ও তাঁকে আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। অতীতের কত কথায় না আজ মনে পড়ছে। আজকের স্বার্থপর নোংরা দুনিয়ায় কত বড় আদর্শ তিনি আমাদের চোখের সামনে ছিলেন, কত স্নেহ ও ভালবাসা তাঁর কাছ থেকে পাবার সৌভাগ্য হ'য়েছিল। তাঁর পদতলে বসে কত শিক্ষালাভ করেছি—সকল কথায় আজ মনে উদয় হচ্ছে। তাঁর অভাব আমাদের জীবনে কোনদিন পূরণ হবে না। ভগবানের কাছে আজ আমরা প্রার্থনা জানাচ্ছি—তাঁর আত্মা শান্তি লাভ করুক ও তাঁর আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদা আমাদের মাথায় বর্ষিত হোক।

মহাবীর জন্মজয়ন্তী উৎসব

গত ১৯শে এপ্রিল জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে জৈন তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীরের জন্মজয়ন্তী উৎসব পালন করেন জৈন ধর্মাবলম্বীরা। এই উপলক্ষে সন্ধ্যায় আজিমগঞ্জ কেশরকুমারী বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক মহতী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে কুমারচন্দ্র সিং দুধোরিয়া ও অধ্যাপক বিষ্ণুকান্তি শাস্ত্রী। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী মহাশয়, বক্তারা সকলেই মহাবীরের আদর্শ অনুসরণ করে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্য সকলের কাছে আবেদন জানান। তাঁরা আরও বলেন, একথা আজ পরিষ্কার যে অহিংসা ও সৌভ্রাত্রের পথেই মানব জাতি রক্ষা পেতে পারে। —সংবাদদাতা

পরলোকগমন

গত ১৩ই বৈশাখ সোমবার রাত্রিতে রঘুনাথগঞ্জের দেবীদাস ধর মহাশয় ৬৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি তিন পুত্র, দুই কন্যা ও বহু আত্মীয়স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার স্বজনগণের শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি কামনা করিতেছি।

জায়গা বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ডাকবাংলার উত্তরে ও রমাপতি বাবুর বাড়ীর পূর্ব্বে তিন কাঠা জায়গা বিক্রয় হইবে। নিম্নে খোঁজ লউন।

শ্রীশম্ভুনাথ রায়, রঘুনাথগঞ্জ
পোষ্ট অফিসের সন্নিকটে

শিক্ষক আবশ্যক

গিরিয়া জুনিয়র হাই স্কুল, পোঃ গিরিয়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, একটী অস্থায়ী সহকারী শিক্ষক পদের জন্য স্থানীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্নাতকোত্তর ব্যক্তিদের নিকট হইতে আগামী ১৪-৫-১৯৭০ তারিখ মধ্যে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। —সম্পাদক

হর্ষবর্দ্ধন

—শ্রীবাতুল

জনৈক ভদ্রলোক : এতগুলো ষ্টেট লটারির টিকিট কিনছি, কিছুই হচ্ছে না।

'লটারি'কে ইঙ্গবঙ্গ দৃষ্টিতে দেখে সন্ধিবিচ্ছেদ এবং সমাসবাক্য করুন। 'লট'+অরি আবার 'লট'—এর অরি। কাজে কাজেই—।

* * *

খবরে প্রকাশ, কোন অপরাধে আকাশবাণীর কর্মচারী জাতীয় ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীমুদ্রা রাক্ষসকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

কে করলেন? শ্রীমৃচ্ছকটিক?

* * *

রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব এবং যুগ্মসচিব সঙ্গত কাজ করেননি বলে শ্রীধাওয়ান কড়া নোট দিয়েছেন।

উপদেষ্টাপর্ব শেষ হয়ে সচিবপর্ব।

* * *

১লা মে নাকি নকশালপন্থীদের বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র চালু হচ্ছে? শুনে কাতুখুড়ো বললেন—

'ছুপ্ যাও গগন কী তারে,
আ গয়ে মেহমান হমারে।'

* * *

নন্দজী কলিকাতার পাতাল বা চক্র রেল নিয়ে উঠিপড়ি হয়ে লেগেছেন। কিছুদিনের খবর।

আমরা বলি, পাকচক্র নয়ত?

* * *

শ্রীপ্রশান্ত শূর পুনরায় কলিকাতার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন।

শূ '(সু) রের বাঁধনে ·····।'

* * *

জনৈক প্রধান শিক্ষক তাঁর সহকারী শিক্ষককে শ্রেণীকক্ষে তন্দ্রারত দেখে কিছু বলেন না। কারণ-স্বরূপ তিনি বলেন যে কারও বিরুদ্ধে লাগা তাঁর স্বভাব নয়।

—আহা, তিনি যে তাবৎ জগৎ জনের বন্ধু! তাছাড়া কোন অন্যায় দেখে নিজেও অন্যায় করেন এমনই শিশুসুলভ·····।

মুর্শিদাবাদ
ইনষ্টিটিউট অব্ টেক্‌নোলজী
পোঃ কাশিমবাজার রাজ, বহরমপুর
মুর্শিদাবাদ (পশ্চিমবঙ্গ)

১৯৭০-৭১ শিক্ষাবর্ষে মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ (এল. এম. ই., এল. ই. ই. ও এল. সি ই.) তিন বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমে ভর্ত্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে।

প্রিন্সিপ্যালের অফিস হইতে যে কোন কার্য্যের দিন বেলা ১১টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত নগদ ৫০ পয়সা প্রদানে অথবা নিজস্ব ঠিকানা সম্বলিত ৩৫ পয়সার ডাক টিকিট সহ ২২৫ মিঃ মিঃ × ১০০ মিঃ মিঃ মাপের খামের সহিত ৫০ পয়সা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলে দরখাস্ত ফরম ও প্রস্পেক্টাস পাওয়া যাইবে।

দরখাস্ত ফরম যথাযথ পুরণান্তে প্রিন্সিপ্যাল, এম. আই. টি. বহরমপুর কে প্রাপক করিয়া দুই টাকা মূল্যের ক্রসড্ পোষ্টাল অর্ডার ১৫ই জুন, ১৯৭০ তারিখের মধ্যে প্রিন্সিপ্যালের অফিসে অবশ্যই পৌছান চাই।

১লা জানুয়ারী, ১৯৭০ তারিখে প্রার্থীর বয়ঃক্রম ১৫ হইতে ২০ র মধ্যে হওয়া চাই। (তফশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইহা তিন বৎসর শিথিলযোগ্য)

লিখিত ভর্ত্তির পরীক্ষা/নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে সাক্ষাৎকার অথবা উভয়ের উপর নির্ভর করিয়া তিন বৎসরের ডিপ্লোমা পাঠক্রমে প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্ত্তি করা হইবে। উক্ত লিখিত পরীক্ষা, অনুমোদিত কোন বিদ্যায়তন হইতে স্কুল ফাইন্যাল অথবা সমতুল্য কোন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যে কোন প্রার্থীর জন্য উন্মুক্ত। যে প্রার্থী গত স্কুল ফাইন্যাল অথবা সমতুল্য কোন পরীক্ষায় বসিয়াছে এবং উত্তীর্ণ হওয়ার আশা রাখে সেও নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদনপত্রে দরখাস্ত করিতে পারে। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়ার দশ দিনের মধ্যে মার্কসিটের নকল পাঠাইতে হইবে।

যে সকল ছাত্র ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে এ্যাপ্লায়েড্ মেকানিক সহ হায়ার সেকেণ্ডারী (কারিগরী বিভাগে) পরীক্ষায় সন্তোষজনক নম্বর পাইয়াছে বা পাইবার আশা রাখে তাহাদের জন্য ২য় বার্ষিক ডিপ্লোমা পাঠক্রম শ্রেণীতে অতিরিক্ত আসনের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

(ছাত্রাবাসে আসন পাওয়া যাইবে।)

॥ প্রিন্সিপ্যাল ॥

ছিনতায়, রাহাজানি, লুঠ

শিলিগুড়ি—কলিকাতা জাতীয় সড়ক (N. H. 34) যেমন বিভিন্নভাবে মানুষের উপকারে লাগিয়াছে, তেমনই আবার এই সড়কটি মানুষের অকল্যাণ ও দুর্দ্দশার কারণও হইতেছে। বিষয়টি একটু অনুধাবনযোগ্য। এই পথে মানুষ তার পণ্য-সামগ্রী অতি অল্প সময়ে এক স্থান হইতে অপর স্থানে পাঠাইবার সুযোগ এবং যে সমস্ত গ্রামগুলি চিরঅন্ধকারে বিরাজ করিত, যেখানে মানুষ বাস-পথে যাতায়াত ও বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা বাণিজ্য করার সুযোগ পাইয়াছে। সুতরাং যেখানে মানুষের এত উপকার হইয়াছে, সেখানে কিছু কিছু অঘটন ঘটিতেছে, যাহা মানুষের দ্বারাই ঘটিতেছে এবং তাহার প্রতিকার একটু চেষ্টা করিলেই সম্ভব হইবে।

কিছুদিন পূর্ব্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক ট্রাক চাউল এই রাস্তার উপর দিয়া রঘুনাথগঞ্জ হইতে বহরমপুরের দিকে যাইতেছিল। পথিমধ্যে মোরগ্রাম ষ্টেশনের সন্নিকট রেলওয়ে লেবল ক্রশিং এ ট্রাকটিকে আস্তে আস্তে পার করানর সময় বেলখড়িয়া গ্রামের কিছু অসামাজিক লোক ট্রাকের পিছন দিকের দড়ি কাটিয়া পাঁচ বস্তা চাউল জোরপূর্ব্বক ট্রাক হইতে নামাইয়া লয়। ট্রাকের ড্রাইভার এতগুলি দুর্বৃত্তের হাতে নিগৃহীত হউয়ার সম্ভাবনায় তাহাদের কিছু না বলিয়া সোজা জঙ্গীপুর মহকুমা-শাসক ও মহকুমা আরক্ষাধ্যক্ষের নিকট অভিযোগ পেশ করিলে তৎক্ষণাৎ পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পাঠাইয়া কিছু চাউল ও ফাঁকা বস্তাগুলি উদ্ধার করিতে সমর্থ হয় এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন সকাল-বেলায় সাগরদীঘি থানার পুলিশ আরও দুই জনকে এই ব্যাপারে গ্রেপ্তার করে।

রঘুনাথগঞ্জ মোরগ্রাম বাস যাত্রীদের নামিতে হয় বেলখড়িয়া ফুলবাড়ীর নিকট। যাত্রীগণ বাস হইতে নামিয়া ষ্টেশন যাওয়ার প্রাক্কালে উক্ত দুর্বৃত্ত-গণই রেল লাইনের পাশে ফিতা (জুয়া) খেলে এবং জুয়া পার্টির লোক নিরাপরাধ যাত্রীগণের নিকট হইতে ঘড়ি, টাকা পয়সা, জিনিসপত্র ছিনতাই করে। —স্থানীয় পুলিশ এ সমস্ত ঘটনা জানিয়াও কোন প্রতিকারের বন্দোবস্ত আজ পর্য্যন্ত হয় নাই।

.....এই সমস্ত ঘটনা স্থানীয় এ... মারফৎ সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। ... আজ পর্য্যন্ত নিরীহ পথিককে এই সকল গুণ্ডা এবং দুর্বৃত্তদের হাতে নিগৃহীত, সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইতেছে।

স্থানীয় জনসাধারণ আশু প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছে, যাহাতে এ সমস্ত ঘটনার পুনরানুবৃত্তি না ঘটে। —সংবাদদাতা

শুধু যাত্রীদের জন্য

সরকারী আইনের বেপরোয়া রূপায়ণ দেখতে আপনাকে বেশী দূর যেতে হবে না। এখানকার কোনও বাসে চাপুন। দেখবেন বাসের গায়ে বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা 'ধূমপান নিষেধ' কিংবা 'ধূমপান আইনতঃ দণ্ডনীয়'। বাসের চালক, তিনি নির্বিবাদে অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে বিড়ি কিংবা সিগা-রেটের ধোঁয়া টেনে মশগুল; কণ্ডাক্টর, তিনি ত 'পীরসে খাদিম জিন্দা'। তিনিও টানেন। হতভাগ্য যাত্রীদের অনেকে অসুবিধা ভোগ করেন বৈকি। হ্যাঁ, ঐ বিড়ি বা সিগারেটের জন্য তাঁদের পেট ফুলতে থাকে। গোবেচারী ভাবছেন, 'লেখাটা বোধ হয় যাত্রীদের জন্য'।

ইনকেলাবী ধ্বনির অবসান ঘটেছে

পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্ত্তনের পর কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশবাহিনীর একটি দল এখানে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। যার ফলে গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের দুঃস্বপ্নের অবসান ঘটেছে। প্রতিদিন লাল রুমালধারী, বা অন্যান্য শরিক দল-গুলির একশ্রেণীর মাতব্বরদের মুখে যে ইনকেলাবী ধ্বনির বিরাম ছিল না, সম্প্রতি এই ধ্বনি আর ধ্বনিত হতে বড় একটা শোনা যায় না। তাতে গ্রামের এবং শহরের অনেকেই বলছেন—গত দীর্ঘদিন ইনকেলাবী ধ্বনিতে যখন কান ঝালাপালা হচ্ছিল বর্ত্তমানে সেই ধ্বনি বন্ধ হওয়ায় স্বস্তি পাওয়া গেল।

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্ন যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

ডাবর আমলা কেশ তৈল

কেশ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে ও ঘন কৃষ্ণ কেশোদ্গমে সহায়তা করে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

আর পি. ওয়াচ কোং

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ — জেলা মুর্শিদাবাদ।
ছোট বড় যে কোন ঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি ও হাতঘড়ি সুলভে নির্ভরযোগ্য মেরামতের জন্য
আর. পি. ওয়াচ কোং র দোকানে
পাঠিয়ে দিন। বিনীত—শ্রীশঙ্করপ্রসাদ ভকত

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের
পামারি

চুলকুনি ও সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪·০০ চারি টাকা, শহরে ৩·০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১·৫০ এক টাকা পঁচাশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৮০·০০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৪৫·০০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ২৫·০০ টাকা। চারি টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পো: রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)